সংগীতের উপজীব্য ধ্বনি তরঙ্গ, কিন্তু সংগীত কেবলমাত্র এক-মুখী ধ্বনি রেখা নয়—Music is a sound graph Musical sounds are sinusoidal waves. ধ্বনি'রও যে একটা লিপি হ'তে পারে তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ হ'লো বর্ণলিপি—alphabets. ভাষা নিজেও একটা ধ্বনি। সেইসব বিচিত্র ধ্বনির সংমিশ্রণে ব্যাকরণিক অর্থে শব্দ—বাক্য ইত্যাদি পর্য্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে। তা হ'লে দেখা যাচ্ছে যাকে আমরা বর্ণলিপি বলছি, সে সবই ধ্বনি তরঙ্গের সাঙ্কেতিক লিপি। আজ সেই সব সাঙ্কেতিক রেখা বা লিপি নিয়েই বর্ণলিপি। এবং এই বর্ণলিপি আজ এত সুদৃঢ়রূপে প্রচলিত যে ভাষা মানেই ঐ সব সাঙ্কেতিক লিপিমালা, যদিও মূল কথা হ'লো ভাষার সাঙ্কেতিক রেখা-চিহ্ন-ই বর্ণলিপি। আগেই বলেছি ভাষা নিজে দাঁড়িয়ে আছে ধ্বনি তরঙ্গের ওপর। কবিগুরু রবীন্দ্র নাথের ভাব ধারাকে আশ্রয় ক'রে বলতে হয়—মনের ভাবকে যখন ভাষার মধ্যে যথাযথ প্রকাশ করা যায় না—ব'লে শেষ করা যায় না, ভাষা যেখানে ভাব ফুটিয়ে তুলতে পারে না, ভাষা যেখানে স্তব্ধ সেখানেই সংগীতের জন্ম। 'না-বলা' কথাটিকে ফুটিয়ে তোলে সংগীত। তাই আর এক কথায় বলা যায়—এর সুরুও নেই শেষও নেই, এক অনন্ত আবর্তনের অব্যক্ত 'রূপ-রেখা'। এই যে অব্যক্ত 'রূপ-রেখা,'—একে যে রূপে-ই আমরা কল্পনা করি না কেন সেই সাঙ্গীতিক ধ্বনির রূপ-রেখা হ'লো—বঙ্কিম—জটিল—কুটিল। তবু এর মধ্যে একটা সূত্র খুঁজে বার করতে পারা যেতে পারে—তার-ই জন্য একে বলা হ'লো Music is a sound graph. এই Souud graph'কেই আধার করে গড়ে উঠেছে 'স্বর'—যার বিশ্লেষণের সমন্বয়-সংগতিতে গড়ে উঠেছে 'স্বর-মালিকা'। ভাষার মতো এরা সব-ই মনের

ভাব প্রকাশের মাধ্যম। ধ্বনির মাধ্যমে যেমন ভাবা, তেমনি ধ্বনির সূক্ষ্মপর্য্যায়ের অভিব্যক্তিতে সংগীত-ধ্বনি-স্বর—, তার থেকে এসে দাঁড়াচ্ছে 'স্বরলিপি'।

ভাবার সঙ্গে কালের চক্রে সুরের প্রবাহধারা যেমন বদলায় তেমনি সেই সব সুরকে ধরে রাখার জন্য, পরবর্ত্তী যুগের জন্য সেই সুরকে লিপিবদ্ধ করার নাম স্বরলিপি বা স্বরাঙ্কন পদ্ধতি। এক-কথায় বলা যায়—সুরের অভিব্যক্তি-ই হলো স্বরলিপি। কথাটা বলা যত সহজ, প্রকৃত পক্ষে সুরকে আক্ষরিক জ্ঞানে যথাযথ প্রকাশ করা তত সহজ নয়। মোটামুটি ভাবে বলা যায় সব সভ্যদেশের এক-একটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ সুরের প্রবাহ বা সুরের ভাবধারা থাকে। প্রতি দেশে-ই সুরের মাধ্যমে যে মনের ভাবকে প্রকাশ করার ভঙ্গিমা থাকে—তা স্বতন্ত্র ; তার মধ্যে দেশীয় বৈশিষ্ট্য থাকে। সুতরাং প্রতি দেশের স্বরলিপি—অর্থাৎ ঐ সুরকে ভবিষ্যতের জন্য ধরে রাখার আক্ষরিক পদ্ধতিও আলাদা। সংগীত যেমন সব দেশের-ই মনের ভাব প্রকাশের একটা মাধ্যম—সেই 'মাধ্যম'গুলির মধ্যে একদেশের থেকে অন্য দেশের মধ্যে অনেক সমপর্যায় প্রকাশধারা দেখা যায়—অর্থাৎ Common factors থাকে এবং সেই সব Common factors নিয়ে একটা স্বরলিপির সূত্র বার করা যায়।

স্বরলিপি বা Notation এর অর্থ এই রকম দাঁড়ায়—'The art of representing musical ideas in writing'. এ সম্পর্কে আরও অনেক কথা বলা যেতে পারে প্রকার ভেদ অনুসারে, যেমন phometic, In phometic (such as those of Hindus, the Chinese, the ancient Greeks...) The notes are represented by the degrees of Scale অন্য প্রকার হল diastemic notations,—In diastemic notations (such as those used in the early Western Church, in the music of the Middle Ages and in the modern European

notation descended from the last)' the notes are represented by the signs placed to follow the rise and fall of the melody.

আমাদের দেশে স্বর-ধ্বনিকে লিপিবদ্ধ করার প্রয়াস চলে আসছে খৃষ্ট পূর্ব্ব যুগ থেকে। কিন্তু সে সব সাঙ্কেতিক চিহ্নের প্রয়োগ বর্তমান কালে কিছু পাওয়া যায় না—স্বরের নামগুলি ছাড়া। এই সঙ্গে একথাও জানানো দরকার যে, সে সব স্বরলিপি পদ্ধতি মোটেই পূর্ণাঙ্গরূপ নিতে পারেনি। মোটামুটিভাবে বলা যায় শার্ঙ্গদেব (১২০০—১২৪৭ খৃঃ) যে স্বরলিপি ব্যবহার করেছিলেন তা কিছুটা উচ্চমাণের।

কিন্তু কেন যে স্বরলিপি আমাদের দেশে এত দুর্বল আকার ধারণ করে আছে সে সম্পর্কে বলতে গেলে এই কথাই বলতে হয়, প্রাচীন কাল থেকে অধুনাকালেও আমাদের মোটামুটি ধারণা এই যে—আমাদের সঙ্গীতের প্রাণের কথাটা এত বড় যে সেই প্রাণস্পর্শিতাটাকে লেখার মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলা যেতে পারে না। বিংশ শতাব্দীর একটি ক্রিয়াত্মক গ্রন্থ হ'ল বারানসীর প্রখ্যাত সংগীতগুণী হরিনারায়ণ মুখোপাধ্যায় লিখিত "ধ্রুপদ-স্বরলিপি" (১৯২৯ খৃঃ)। এই গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি হিন্দীতে যা লিখিছেন তার পাঠান্তর এই রকম—স্বরলিপি প্রথায় আমার এখনো কোন বিশ্বাস নেই। গুরুর সামনে বসে তাঁর উপদেশ অনুসারে কঠোর পরিশ্রম করলে তবেই!

সংগীতগুণী হরিনারায়ণ মুখোপাধ্যায় খুব-ই গুণী ব্যক্তি, কোন সন্দেহ নেই। এবং তিনি যা ব'লেছেন—অর্থাৎ স্বরলিপির প্রতি বিষ অনীহা প্রকাশ করেছেন—এসব-ই একদিক দিয়ে ঠিক কথা। কিন্তু বিরাট প্রশ্ন থেকে যায় অন্য দিক দিয়ে। ভারতীয় সংগীত বিদ্যাকে 'গুরুমুখী' আখ্যা দেওয়া হয়—একথা নিশ্চয়-ই সত্য, নিশ্চয়ই ঠিক। তবুও বহুকথা থেকে যায় এর সর্বাঙ্গিক সত্যতা নিয়ে। আজ যে গুরুকে কাছে পাওয়া যাচ্ছে পঞ্চাশ বছর পরে হয়তো তাঁকে আর পাওয়া যায় না। তখন তাঁর সঙ্গে সব কিছুই কি চলে যাবে? সেই মহান্

notation descended from the last)' the notes are represented by the signs placed to follow the rise and fall of the melody.

আমাদের দেশে স্বর-ধ্বনিকে লিপিবদ্ধ করার প্রয়াস চলে আসছে খৃষ্ট পূর্ব্ব যুগ থেকে। কিন্তু সে সব সাঙ্কেতিক চিহ্নের প্রয়োগ বর্তমান কালে কিছু পাওয়া যায় না—স্বরের নামগুলি ছাড়া। এই সঙ্গে একথাও জানানো দরকার যে, সে সব স্বরলিপি পদ্ধতি মোটেই পূর্ণাঙ্গরূপ নিতে পারেনি। মোটামুটিভাবে বলা যায় শার্ঙ্গদেব (১২০০—১২৪৭ খৃঃ) যে স্বরলিপি ব্যবহার করেছিলেন তা কিছুটা উচ্চমাণের।

কিন্তু কেন যে স্বরলিপি আমাদের দেশে এত দুর্বল আকার ধারণ করে আছে সে সম্পর্কে বলতে গেলে এই কথাই বলতে হয়, প্রাচীন কাল থেকে অধুনাকালেও আমাদের মোটামুটি ধারণা এই যে—আমাদের সঙ্গীতের প্রাণের কথাটা এত বড় যে সেই প্রাণস্পর্শিতাটাকে লেখার মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলা যেতে পারে না। বিংশ শতাব্দীর একটি ক্রিয়াত্মক গ্রন্থ হ'ল বারানসীর প্রখ্যাত সংগীতগুণী হরিনারায়ণ মুখোপাধ্যায় লিখিত "ধ্রুপদ-স্বরলিপি" (১৯২৯ খৃঃ)। এই গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি হিন্দীতে যা লিখিছেন তার পাঠান্তর এই রকম—স্বরলিপি প্রথায় আমার এখনো কোন বিশ্বাস নেই। গুরুর সামনে বসে তাঁর উপদেশ অনুসারে কঠোর পরিশ্রম করলে তবেই!

সংগীতগুণী হরিনারায়ণ মুখোপাধ্যায় খুব-ই গুণী ব্যক্তি, কোন সন্দেহ নেই। এবং তিনি যা ব'লেছেন—অর্থাৎ স্বরলিপির প্রতি যে অনীহা প্রকাশ করেছেন—এসব-ই একদিক দিয়ে ঠিক কথা। কিন্তু বিরাট প্রশ্ন থেকে যায় অন্য দিক দিয়ে। ভারতীয় সংগীত বিদ্যাকে 'গুরুমুখী' আখ্যা দেওয়া হয়—একথা নিশ্চয়-ই সত্য, নিশ্চয়ই ঠিক। তবুও বহুকথা থেকে যায় এর সর্বাঙ্গিক সত্যতা নিয়ে। আজ যে গুরুকে কাছে পাওয়া যাচ্ছে পঞ্চাশ বছর পরে হয়তো তাঁকে আর পাওয়া যায় না। তখন তাঁর সঙ্গে সব কিছুই কি চলে যাবে? সেই মহান্

গুরুর বিশেষ রচনা, বিশেষ সৃষ্ট 'সরগম' বা গান এবং তার সুরগুলিকে পরবর্তী যুগের জন্য ধরে রাখার প্রয়াস নিশ্চয়-ই কোন দোষে দুষ্ট নয়। ভারতীয় সংগীত কেন, আমার মনে হয় পৃথিবীর যে কোন দেশের সংগীত-ই হোক না কেন, তা শুধু লেখার মাধমে অর্থাৎ স্বরলিপি বা স্বরাঙ্কন এর মাধ্যমে পরিপূর্ণ ভাবে প্রকাশ পেতে পারেনা। যা কিছু ক্রিয়াঙ্গ, তার জন্য চাই গুরু—একথা স্বীকার করতেই হবে। কিন্তু গুরুলব্ধ জ্ঞানকে ধ'রে রাখার জন্য নিশ্চয়-ই কিছু লেখার সাহায্য নিতে হবে, যাতে কালের চক্রে তা বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে না যায়।